DEC. 30 2001

যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১.....

শিক্ষক রাজনীতি

বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ রাজনীতিতে কতটা জড়াইবেন, সেই বিষয়ে পক্ষে-বিপক্ষে মত রহিয়াছে। তবে ছাত্রছাত্রীদের পাঠদানের পাশাপাশি মেধা ও মননের চর্চা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোয় সমাজকে উদ্ভাসিত করিবার ক্ষেত্রে তাহাদের বিশেষ ভূমিকা সকলেই স্বীকার করিবেন। সাধারণভাবে বলা চলে শিক্ষকতায় মেধাবীদেরই প্রাধান্য। আর ব্যতিক্রম বাদে সেরাদের মধ্যে সেরারাই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষকতার যোগ্যতা অর্জন করেন। তাহারা রাজনীতির বিষয়ে সচেতন থাকিবেন এবং অন্যদের সচেতন করিবেন, এই ভূমিকায় দ্বিমত করা চলে না। শুধু রাজনীতি নয়– সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির বিষয়ে অবাধে মত প্রকাশ এবং দিকনির্দেশনাপূর্ণ অবস্থান তাহাদের নিকট প্রত্যাশিত। শিক্ষকতার মহান পেশায় জড়িতরা দলীয় রাজনীতির বৃত্তে বন্দি না থাকিয়া উদার ও মুক্ত মন লইয়া গঠনমূলক ও বিশ্লেষণধর্মী অবস্থান গ্রহণ করিলেই দেশের মঙ্গল। কিন্তু শিক্ষকদের একাংশের মধ্যে দলীয় রাজনীতির অনাকাঙ্ক্ষিত অনুপ্রবেশ উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাইতেছে। ক্ষেত্র বিশেষে তাহাদের ভূমিকা রীতিমতো রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠনের অনুরূপ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। ইহাতে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত এমনকি কলুষিতও হয়। দলাদলি ও লেজুড়বৃত্তির রাজনীতি ক্যাম্পাসের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির জন্য অনেকাংশে দায়ী বলিয়া যে ধারণা তাহাও উপেক্ষা করা যাইবে না। শিক্ষকদের রাজনীতিতে জড়াইয়া না পড়িবার জন্য প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আহ্বানকে আমরা এই প্রেক্ষাপটেই সঠিক ও সময়োচিত বলিয়া উল্লেখ করিতে চাই। গত শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছাত্রাবাস ও শ্রেণীকক্ষে সৌহার্দ্য বজায় এবং ক্যাম্পাসে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখিবার জন্য তাহার আহ্বানকে শিক্ষক সমাজ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় লইবেন বলিয়া আমরা আশা করিব। দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির ঊর্ধ্বে উঠিয়া সকল রাজনৈতিক দল এবং বিশেষভাবে শিক্ষক সংগঠনসমূহ এই বক্তব্যের মর্ম অনুভব করিয়া যথাযথ কোন উপায় নির্দেশ করিতেও সচেষ্ট হইবেন। অনেকেই দৃঢ়ভাবে মনে করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ১৯৭৩-এর মধ্যেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের বীজ লুকায়িত। আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু একই ধরনের আইন দলীয় রাজনীতির প্রতি আনুগত্যকেই প্রকট করিয়া তুলিয়াছে বলিয়া অভিযোগ রহিয়াছে। ইহা অপ্রিয় বাস্তবতা যে, দলের রাজনৈতিক তৎপরতায় সক্রিয় না হইলে ভিসি, প্রো-ভিসি, হলের প্রোভোস্ট ইত্যাদি পদ মেলে না। সিনেট, সিন্ডিকেট ও ডিন পদে নির্বাচন হয় রাজনীতির ভিত্তিতে। শিক্ষকদের নির্বাচনেও রাজনীতি। দলমতের ঊর্ধ্বে উঠিয়া মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে মনোনয়ন ও নিয়োগ দেওয়া হইলে লেজুড়বৃত্তির রাজনীতির দৃষ্টিকটু প্রবণতা দূর করিবার বাস্তব ভিত্তি রচিত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আর এই দায় সরকারের যে, ক্ষমতাসীন দলের সহিত দহরম-মহরমের সুবাদে কেহ যেন বিশেষ সুযোগ-সুবিধা না পায়। শিক্ষকদের উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য সংগঠিত কার্যক্রম থাকিবে। কিন্তু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রমই শুধু বিঘ্নিত করে না, ছাত্রছাত্রীদের উপরও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। সংঘাত ও হানাহানিতে আচ্ছন্ন ছাত্র-রাজনীতির অশুভ ধারা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য লেজুড়বৃত্তির শিক্ষক রাজনীতির অবসান প্রয়োজন। তাহাদের নিকট শিক্ষার গুণ-মান উন্নয়ন, সেশনজট দূর এবং শিক্ষাঙ্গনের অন্যান্য সমস্যার সমাধানই অগ্রাধিকার পাইবে, ইহাই সময়ের দাবি। আমাদের প্রয়োজন যুগের সহিত তাল মিলাইয়া চলিবার জন্য উপযুক্তরূপে গড়িয়া উঠা নবীন প্রজন্ম। আর ইহার কারিগর শিক্ষক সমাজ। তাহারা যেন যথাযথ সম্মান ও মর্যাদার সহিত জীবনযাপনের উপযুক্ত আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা লাভ করিতে পারেন, উহা নিশ্চিত করাও সরকারের দায়িত্ব।